আমরাও পারি

‘আজকের অপেক্ষাকৃত ভাল দলের কাছে হারলাম’ ম্যাচ শেষে পন্টিংয়ের gšÍe¨। পশ্চিমা মিডিয়া এটাকে আপসেট বলে চালাতে চাইছে। আমরা সেটা মানি না। সেদিন বাংলাদেশ সত্যি ভাল খেলে জিতেছে...

লিখেছেন **হাসান জামান**

২০০৩ সাল। বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়া সফর। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কেমন করবে সেটা নিয়ে তুমুল আলোচনা ক্রিকেটবিশ্বে। ডেভিড হুকস বলেই ফেললেন, ‘অস্ট্রেলিয়া চাইলে একদিনে টেস্ট শেষ করে ইতিহাস গড়তে পারে।’ ব্যাখ্যাটা ছিল অনেকটা এ রকম- বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করবে। খুব দ্রুত, সম্ভব হলে ২০ ওভারের মধ্যে তারা অলআউট হয়ে যাবে। তারপর অস্ট্রেলিয়া ৩০-৪০ ওভার ব্যাট করে একটা বড় টার্গেট ছুঁড়ে দেবে। দিনের বাকি ওভারগুলোয় বাংলাদেশকে আরেকবারের মতো অলআউট করে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট জিতবে। তিনি এখন নেই। থাকলে দেখতে পেতেন একদিনের ম্যাচটা শেষ হয়েছে। তবে বিজয়ী দল তার সাধের অস্ট্রেলিয়া নয়, আমাদের দেশ- বাংলাদেশ। বোলিং, ব্যাটিং, ফিল্ডিং- ক্রিকেট খেলার ৩টি অংশেই জয়ী হয়ে ইতিহাস সৃষ্টিকারী দেশ।

২০০৩ বিশ্বকাপে জঘন্য পারফর্মেন্স। স্কটল্যান্ডের সঙ্গে জয়ের পর কানাডার সঙ্গে হার। টেস্ট স্ট্যাটাস তো বটেই, বাংলাদেশের ওয়ানডে স্ট্যাটাস নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিলো। তখনই অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে ঘুরে দাঁড়ালো বাংলাদেশ। খেলার ফলে জেতেনি, এটা সত্যি। তবে লড়াই করার মানসিকতায় অনেকেরই হৃদয় জিতে নিলো।

এমনকি বিশ্ব পরাক্রমশালী অস্ট্রেলিয়াও ওয়ানডেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে কখনোই রানের উৎসব করতে পারেনি। ৬ বার মোকাবিলায় তাদের সর্বোচ্চ রান ২৫৯। যে অস্ট্রেলিয়া খেলা দিয়ে তো বটেই, স্লেজিংয়ের মাধ্যমেই কোনো দলের মানসিকতা ভেঙে দেয়, তারাই সেই সফরে ভালো করার জন্য পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলো। আজ পরিস্থিতিটা ভিন্ন। অন্তত এই ম্যাচ শেষে আমরাও বলতে পারি, অনেক চেষ্টা করেছ। সত্যি আজ আমরা গর্বিত, উদ্বেলিত। জয়তু বাংলাদেশ।

ঠিক আগের ঘটনাটিরই যেন পুনরাবৃত্তি। ক্রমাগত হারতে হারতে আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিলো। কাউন্টি দলের সঙ্গে হার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে অসহায় আত্মসমর্পণ। কথা বলার কোনো জায়গাই ছিলো না। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছিলো ভয়ঙ্কর ইংলিশ মিডিয়ার অত্যাচার। ঠিক আগের ম্যাচেই কিন্তু ইংল্যান্ড হারিয়েছে আমাদের ১০ উইকেটে। পরপর দুটো হারে অস্ট্রেলিয়াও কিছুটা বিপর্যস্ত। তবুও বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বলে কথা। তাদের বিরুদ্ধে জয়ে তাই একটাই উত্তর পেলো ক্রিকেটবিশ্ব ‘আমরাও পারি’।

১৯৭১ সাল। আমাদের স্বাধীনতার বছর। বাঙালি জাতি রক্তের শেষ বিন্দু দিয়ে ছিনিয়ে এনেছিলো স্বাধীনতা। যা বিশ্বের

বাংলাদেশের ১০ ওয়ানডে বিজয়

প্রতিপক্ষ	সাল	ভেন্যু	ফলাফল
কেনিয়া	১৯৯৮	দিল্লি	৬ উইকেটে
স্কটল্যান্ড	১৯৯৯	রেবোর্নপ্যালেস	২২ রানে
পাকিস্তান	১৯৯৯	নর্দাম্পটন	৬২ রানে
জিম্বাবুয়ে	২০০৪	হারারে	৮ রানে
হংকং	২০০৪	কলম্বো	১১৬ রানে
ভারত	২০০৪	ঢাকা	১৫ রানে
জিম্বাবুয়ে	২০০৫	চট্টগ্রাম	৪০ রানে
জিম্বাবুয়ে	২০০৫	ঢাকা	৫৮ রানে
জিম্বাবুয়ে	২০০৫	ঢাকা	৮ উইকেটে
অস্ট্রেলিয়া	২০০৫	কার্ডিফ	৫ উইকেটে

ইতিহাসে তুলনাহীন। বাঙালি আর কিছু না পারুক, লড়তে জানে। এই মনোভাবটাই আমাদের সম্বল। এই ম্যাচেও আমরা লড়ে জিতেছি।

টসে জিতে ব্যাটিং নেন পন্টিং। পরে প্রমাণিত হয় সিদ্ধান্তটা ভুল ছিলো। আসলে প্রথম কয়েক ওভার ছাড়া পিচে বোলারদের জন্য কিছুই ছিলো না। ফ্লাট ব্যাটিং উইকেট। তারপরেও বোলিংয়ে ঝলক দেখিয়েছে বাংলাদেশ। প্রথমে উইকেটের সুবিধা পুরোমাত্রায় নেন মাশরাফি-তাপস। ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই গিলক্রিস্ট এলবিডব্লিউ হন মাশরাফির বলে। পরের বলটাতেই পন্টিংয়ের বিরুদ্ধে জোরালো আপিল নাকচ করেন আম্পায়ার। তারপর যতক্ষণ খেলেছেন, সংগ্রাম করেছেন। তাকে এলবিডব্লিউ করেন তাপস। ইনিংস সেরা বোলার তিনি। রান বেশি দিলেও পন্টিংসহ মার্টিন আর ক্লার্কের মূল্যবান উইকেটগুলো তুলে নেন। পন্টিংকে আউট করে ৫০ উইকেট নেবার মাইলফলকও স্পর্শ করেন। আর মাশরাফির প্রথম স্পেল তো ক্রিকেট রূপকথার অংশ হয়ে থাকবে বহুদিন। ৬ ওভারে ২ মেডেনসহ ৫ রানে ১ উইকেট। স্বপ্নের মতো পারফর্মেন্স।

তাপস হেইডেনের উইকেটটাও পেতে পারতেন, পাননি। তবে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে ওঠা হেইডেনকে ফেরান নাজমুল। এর মাঝে মাটিন-ক্লার্কের সংগ্রামী দুটি ইনিংসের পর হাসি-ক্যাটিচ ঝড়ে অস্ট্রেলিয়া করে ২৪৯ রান।

বাংলাদেশের ব্যাটিংটা লেজে-গোবরে হয়ে যায় বারবার টপ অর্ডারের কারণে, শুরুতেই কয়েকটা উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে। তখন পরের ব্যাটসম্যানদের আর ইনিংস মেরামত করা সম্ভব হয় না। এদিনও তাই লক্ষ্য ছিলো শুরুতেই উইকেট না হারানো।

জাভেদ-নাফিস কাজটা ভালোই করেছিলেন। এর মাঝে দলীয় ১৭ রানের মাঝে নাফিস ক্যাচ দিলেন উইকেটের পেছনে। তুষার ইমরান নামলেন গুরুত্বপূর্ণ ওয়ানডাউন পজিশনে। সেট হয়ে দারুণ কিছু শট খেলেন তিনি। ক্যাটিচের অসাধারণ এক ক্যাচের শিকার হলেন দলীয় ৫১ রানে। তারপর ইতিহাস। নামলেন আশরাফুল। প্রথম বলটা খেলা দেখেই বোঝা যায় কি রকম চাপে ছিলেন তিনি। ম্যাচের আগের দিন টেলিফোনে মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেমন আছিস? জবাবে বলেছেন, 'ভালো নেই। রান করতে পারছি না।' সান্ত্বনা দিয়ে মা বলেন, 'তুই কিভাবে পারবি? তুই তো ছোট, তোর বিপক্ষে যারা খেলছে তারা সবাই অনেক বড়।' তখন অসহায়ের মতো বলেছেন, ' আসলেই বড়। একেবারে কাছ থেকে মুখের ওপর এমনভাবে বল তোলে যে, খেলতে খুব সমস্যা হয়।' চিরন্তন মা বললেন, 'মন খারাপ করিস না। দেখিস, তুই ঠিকই রান করবি।' আশরাফুল মায়ের কথা রেখেছেন। এতোটা যে পন্টিং মুগ্ধতা নিয়ে বলেছেন, 'এই উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১০০ বলে ১০০ রান! এটাই তো সব বলে দিচ্ছে। অসাধারণ এক ইনিংস।' কোচ ডেভ বললেন, 'এই ছেলে আবার জগৎকে দেখালো, ও কী করতে পারে।' তবে হতাশাটাও গোপন না করে বলেন, 'ও এমন এক প্রতিভা, উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসতে দেখাটা খুব হতাশার। আশা করি, এই ইনিংসের পর ওর ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতা আসবে।' এ কথাগুলো তার ইনিংসের মহত্ত্বটা কোনোভাবেই প্রকাশ করতে পারছে না। অবশ্য তার দিনে সবকিছুই ক্রিকেট ক্লাসিকের অংশ। এতোদিন একটা আক্ষেপ ছিলো, আজ মিটল। এতোদিন যত কিছু করেছেন, দলকে জেতাতে পারেননি। এবার দল জিতল। সঙ্গে ছিলো অধিনায়কের যোগ্য সাহচর্য। আশরাফুলের খেলা দেখে ছিলেন অনেক ধীরস্থির, অবিচল। তার ইনিংসে চার মাত্র ৩টা। এ থেকেই বোঝা যায়, অধিনায়ক শুধু তার দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশে থেকে দেখেছেন ইতিহাস বদলে দেয়া সেই ইনিংস। ৪৪তম ওভারে তিনি আউট হলে নামেন আফতাব। সিরিজে একদমই মনোবলহীন বাংলাদেশ তার হাত ধরেই আশার দীপশিখা জ্বেলেছিলো। ১৩ বলে খেলা ২১ রানের জয় নির্ধারণকারী ইনিংসটাও তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৪৮তম ওভারের প্রথম বলে আশরাফুল আউট। ঠিক তার আগের বলেই পৌঁছেছেন ম্যাজিকাল ফিগার ১০০ রানে। বছরখানেক আগে একদিন মনের গোপন ইচ্ছাটা বলেই ফেলেছিলেন, 'ওয়ানডেতে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটা আমিই করবো।' কথা রেখেছেন তিনি। তবে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার নেবার সময় বলেছেন, 'জয়ের সময় মাঠে থাকতে চেয়েছিলাম। তা পারলে আমার আরো খুশি লাগতো।'

তার আউটে ক্রিজে এলেন মোহাম্মদ

ম্যাচ শেষে আফতাবকে জড়িয়ে ধরেছেন শাহরিয়ার নাফিস

দুই অধিনায়কের প্রতিক্রিয়া

হাবিবুল বাশার-বাংলাদেশ : মাইকেল হোল্ডিংয়ের সামনে দাবি করলেন, 'আমার চেয়ে সুখী এখন আর কেউ নেই'। সমালোচনা সম্পর্কে হোল্ডিং জানতে চাইলে বলেন, 'এই জয় আমাদের আত্মবিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দেবে। আমরা এর আগে পাকিস্তান ও ভারতকে হারিয়েছি। এবার হারালাম বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে। এ জয়ের সত্যি কোনো তুলনা নেই।' আনন্দোৎসব নিয়ে বললেন, 'সত্যি জানি না কতক্ষণ আনন্দের রেশ চলবে। আমাদের আরো চারটি ম্যাচ বাকি। এ রকম আনন্দের মুহূর্ত আমাদের নিয়মিত আসে না, তাই উৎসব আজ একটু বেশি হবে।'

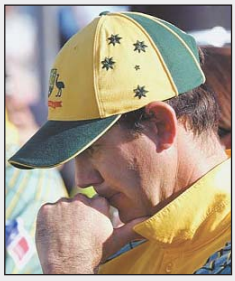

রিকি পন্টিং-অস্ট্রেলিয়া : অবিশ্বাসে ভুগছিলেন নিজেই হারটার পর। তবে স্বীকার করে নিলেন বিনা দ্বিধায়, 'সকালে উইকেট বুঝতে ভুল করেছিলাম। শুরুতেই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যাই। তারপরও মার্টিন এবং ক্লার্ক ভালো অবস্থানেই পৌঁছে দিয়েছিলো। বাংলাদেশ দুর্দান্ত ব্যাটিং করে ম্যাচটা ছিনিয়ে নিয়েছে। সব মিলিয়ে আজকের অপেক্ষাকৃত ভালো দলের কাছেই হারলাম।' পর পর ৩ ম্যাচে হেরে দল যে চাপে আছে সে কথা স্বীকার করে নিলেন। বললেন, 'এর কোনো অজুহাত নেই। এবার আমাদের ঘুরে দাঁড়াতেই হবে।'

রফিক। প্রথম বলেই কভার ড্রাইভে সীমানা ছাড়া করেন। সঙ্গে এই বার্তাটাও পৌঁছে দেন, আজ দিনটা শুধুই বাংলাদেশের। শেষ ওভারে দরকার ছিলো ৭ রান। ব্যাটিংয়ে আফতাব। কি হয়, কি হয়। সবার উৎসাহে এমনভাবে জল ঢেলে দেবেন এটা কেউ ভাবেনি। প্রথম বলেই ৬ মেরে ম্যাচ টাই অবস্থায় নিয়ে যান। দ্বিতীয় বলেই আসলো রানটা। স্বপ্ন সত্যি হলো।

পন্টিং এ ম্যাচ সম্পর্কে বলেছেন, 'এটি ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আপসেটগুলোর একটি।' ক্রিকেটবিশ্বে এটা আপসেট সত্যি। কিন্তু বাংলাদেশ তো এমনিই জেতেনি। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিংয়ে পুরোপুরি কর্তৃত্ব করেই জিতেছে। আসলে পন্টিং একটু অন্যভাবে ভেবেছিলেন। পরে ব্যাট করে অনেক সময়ই দলের সবাই ব্যাটিং প্র্যাকটিসের সুযোগটা পায় না। তাই প্রথমে ব্যাট করে সেটা করার ইচ্ছা ছিল তার। এমনকি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের প্রমোশন দিয়ে হলেও ম্যাচ প্র্যাকটিসের পরিকল্পনা ছিলো। আসলে তারা ডুবেছে নিজেদেরই কারণে। অস্ট্রেলিয়া ভাবতেই পারেনি বাংলাদেশ এভাবে তাদের চেপে ধরতে পারবে। তাই তো সমারসেটের সঙ্গে হারের পর পন্টিং বলেছিলেন, 'এভাবে খেলতে থাকলে তো বাংলাদেশকে নিয়েও আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে।' তার কথায় ছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নের দম্ভ। এটাই হয়তো বিপদ ডেকে আনলো। তাদের ব্যাটিংয়ে প্রথম ৩৪ ওভারে বাউন্ডারি ছিলো মাত্র ৬টি। প্রথম ১০ ওভারে রান ২৭। ১৫ ওভারে তা দাঁড়ায় ৫১। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ১৫ ওভারে ১০০ রান করাটা একটা নিয়মের মধ্যে এনে ফেলেছিলো। এ থেকেই বোঝা যায় বাংলাদেশ তাদের কতোটা চেপে ধরেছিলো।

অন্যদিকে আশরাফুলের মারে তারা মনে হয় দিকভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। যার ফলাফল গিলেস্পির ক্যাচ মিস। স্টিভ ওয়াহ্ কথাটা বলতেন, ক্যাচ মিস তো ম্যাচ মিস। তারাই ফিল্ডিংয়ে চরম ব্যর্থ। অনেকবার ডিরেক্ট থ্রোতে উইকেটও ভাঙতে পারেনি। সেখানে বাংলাদেশ আনন্দদায়ী ব্যতিক্রম। মাশরাফির ক্যাচটা যেকোনো ক্রিকেট সমর্থককেই আনন্দ দেবে। আর ব্যাটিং মানে তো আশরাফুল। অন্যেরা তাকে শুধু সহযোগিতা করে গেছেন। তিনি আউট হবার পর আফতাব-রফিক দলকে নিশ্চিন্তে জয়ের বন্দরে পৌঁছান। বাংলাদেশের জয়টা এসেছে পরে ব্যাট করে। কাজটা এমনিতেই কঠিন। তারপর ম্যাকগ্রা-গিলেস্পি-ক্যাসপ্রোভিচদের সামলে জয়টা আরো আনন্দের।

তবে আমাদের জয়ে আরো খুশি সম্ভবত ইংলিশ প্রেস। এতোদিন লড়াইটা ছিলো আমাদের সঙ্গে। অ্যাসেজ যতোই এগিয়ে আসছে ততই আমরা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছি। অ্যাসেজ লড়াইটা মুখ্য হয়ে উঠছে। দীর্ঘ ৯ বার টানা পরাজিত হয়েছে তারা মাঠে, কিন্তু কথায় কখনোই নয়। এবার তাদের দল সত্যিই শক্তিশালী। তারা লিখেছে 'একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি'। 'এরপরও কেন অ্যাসেজ খেলতে চাচ্ছ'? এ রকম আরো বহু কথা। অন্যদিকে ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভন হারের পর মন্তব্য করতে রাজি হননি। সাবেক দলপতি আথারটন অবশ্য বাজেভাবে অস্ট্রেলিয়ার সমালোচনা করেন।

অ্যাসেজ সম্পর্কে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক স্টিফেন ফ্লেমিংকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমি কখনোই অস্ট্রেলিয়াকে হারাইনি। তাই কিভাবে বলবো তাদের কীভাবে হারানো যায়।'

ইংল্যান্ড কিন্তু বাংলাদেশের কাছে আসতে পারে শিক্ষাটা নেয়ার জন্য।

আশরাফুলের শিকার অস্ট্রেলিয়া

লিখেছেন **মহিউদ্দিন নিলয়**

১০০তে ৯৬। মেধাবীদের নম্বরপত্র আসলে এমনি হয়। কতটুকু ভালো করলে এ রকম নম্বরপত্র পাওয়া যায়? এ প্রশ্নের উত্তর বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ থেকেই পরিষ্কার। অসাধারণ ব্যাটিং-নৈপুণ্য দেখিয়ে এই নম্বরপত্রটি পেয়েছেন মোহাম্মদ আশরাফুল। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সবচেয়ে প্রতিভাবান ব্যাটসম্যান। এই নম্বরপত্রে খুশি আশরাফুল। কিন্তু অনেকেই এতে খুশি হতে পারেনি। ক্রিকেট দুনিয়া কাঁপানো ইনিংস শেষে তাই তো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন মাইকেল হোল্ডিং। এ প্রশ্ন আমাদেরও- কেন ১০০ নয়?

শতভাগ সাফল্য ঢেলে দিয়েছেন। করেছেন একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে নিজের প্রথম শতকটি। ১০০ বলে ১০০ রান। এরপরের বলেই হয়েছেন আউট। কিন্তু এরই মধ্যে জন্ম দিয়েছেন একাধিক রেকর্ড। ক্রিকেট ইতিহাসে যোগ করলেন আরেকটি আশরাফুল অধ্যায়।

২০০১ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক ঘটে তার। অভিষেকেই করেন সেঞ্চুরি। সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে গড়েন বিশ্বরেকর্ড। সেই ম্যাচে মুরালিধরন, ভাসদের বিরুদ্ধে সাহসী ও প্রত্যয়ী ব্যাটিং দেখেছে সবাই। স্বপ্ন আর সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছেন অনেকেই। এরপর দীর্ঘদিন রান-খরায় ভুগেছেন। তির্যক সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি তিনি। নিন্দুকেরা কুৎসা-সরব হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্রামের নামে দল থেকে বাদ পড়লেন। ক্লাব ক্রিকেটে দাপট দেখিয়ে আবার দলে ফিরলেন। দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরির সম্ভাবনা তৈরি করেও পারলেন না। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আউট হলেন ৯৮ রানে। এই নার্ভাস নাইনটি দীর্ঘ করে দিল অপেক্ষার প্রহর। অবশেষে গত বছরের শেষের দিকে বাংলাদেশ সফরে আসে ভারত। চট্টগ্রামের মাটিতে আসল রূপ বেরিয়ে এলো আশরাফুলের। দুর্দান্ত দাপটের সঙ্গে করেন দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরি। ১৫৮ রানে নটআউট। সেই ইনিংস আবার আশার আলো দেখাতে শুরু করে। কিন্তু একের পর এক ব্যর্থতা জন্ম দেয় হতাশার। সর্বশেষ ইংল্যান্ড সফরের ২ টেস্টেই চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি।

টেস্টে দুটি বিধ্বংসী সেঞ্চুরিসহ বেশ কিছু ভালো ইনিংসের জন্ম দিয়েছেন আশরাফুল। ওয়ানডেতে তেমন বড় কোনো ইনিংস খেলতে পারছিলেন না। ৪৯ ওয়ানডেতে মাত্র ৪টি ফিফটি। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৫১ রানের ইনিংস একবার ম্যান অব দ্য ম্যাচের স্বীকৃতিও দিয়েছিল। কিন্তু সেই ম্যাচ সেরা ইনিংস তাকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। বাংলাদেশের পক্ষে মাত্র ১টি ওয়ানডে সেঞ্চুরি। এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না আশরাফুল। একবার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘোষণাই দিয়ে ফেললেন,

প্রো ফা ই ল

নাম : মোহাম্মদ আশরাফুল
জন্ম : ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪, ঢাকা
বয়স : ২০ বছর ৯ মাস
ব্যাটিং স্টাইল : ডানহাতি ব্যাটসম্যান
বোলিং স্টাইল : লেগব্রেক

ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং

শ্রেণী	ম্যাচ	ইনিংস	নটআউট	রান	সর্বোচ্চ	স্ট্রাইকরেট	গড়	১০০	৫০	ক্যাচ
টেস্ট	২৭	৫৩	৩	১১৮৪	১৫৮*	২৩.৬৭	৪১.৯৫	২	৬	৭
ওয়ানডে	৫০	৪৯	২	৮৫৯	১০০	১৮.২৭	৬৭.০০	১	৪	৫
১ম শ্রেণী	৫৮	১০৮	৪	২৯৮৫	১৫৮*	২৮.৭১	-	৮	১৪	২৫

বোলিং

শ্রেণী	ম্যাচ	বল	রান	উই:	সে/বো:	গড়	ইকোনমি	স্ট্রাইকরেট
টেস্ট	২৭	৭৫৬	৫৫০	৮	২/৪২	৬৮.৭৫	৪.৩৬	৯৪.৫০
ওয়ানডে	৫০	৩০২	৩০৬	৮	৩/২৬	৩৮.২৫	৬.০৭	৩৭.৭৫
১ম শ্রেণী	৫৮	৩৭৬৮	২১৯৭	৬৮	৭/৯৯	৩২.৩০	৩.৪৯	৫৫.৪১

টেস্ট অভিষেক : শ্রীলঙ্কা বনাম বাংলাদেশ, কলম্বো, ৬-৮ সেপ্টেম্বর ২০০১
ওয়ানডে অভিষেক : জিম্বাবুয়ে বনাম বাংলাদেশ, বুলাওয়ে, ১১ এপ্রিল ২০০১

‘দ্বিতীয় ওয়ানডে সেঞ্চুরিটি আমিই করবো।’ কিন্তু ঘোষণার ফলাফল দেখার অপেক্ষা শুধু দীর্ঘ হতে লাগলো। ইংল্যান্ডে চলমান সিরিজের ১ম ম্যাচে শূন্য রানে আউট হলেন। দল থেকে বাদ দেয়ার প্রশ্ন তুললেন কেউ কেউ। দ্বিতীয় ম্যাচে তাকে খেলতে দেখে অনেকেই গুঞ্জন করছিলেন। তারাই পরে লাফালেন ‘আশরাফুল, আশরাফুল’ চিৎকারে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যেন সময়মতো জ্বলে উঠলেন আশরাফুল। লাগামহীন অস্ট্রেলিয়ার রশি টেনে ধরলেন একাই। আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের নাম্বার ওয়ান বোলার গ্লেন ম্যাকগ্রাকে খেললেন অবলীলায়। যে বোলারের ভয়ে বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানের ব্যাট কেঁপে ওঠে, তাকেই কাঁপিয়ে দিলেন আশরাফুল। একই ওভারে দুটি বল এক্সট্রা কাভার দিয়ে সোজা সীমানার বাইরে পাঠালেন।। সহজ-সরল স্বাভাবিক ভঙ্গিমা। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন ম্যাকগ্রা। তার অসহায়ত্ব দেখলো গোটা বিশ্ব। বিশ্বসেরা বোলারকে পাড়ার বোলার মনে করেই যেন খেললেন আশরাফুল। গিলেস্পি, হগ, ক্লার্করা একের পর এক বল করলেন আর দেখলেন আশরাফুলের ব্যাটিংশৈলী। ধারাভাষ্যকাররা মেতে উঠেছিলেন আশরাফুল-বন্দনায়। ক্রিকেটটা সেদিন বড় বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল এই ইনিংসটির জন্য। আরেকবার সবাই দেখলো আশরাফুলের আসল সৌন্দর্য। যার ব্যাট থেকে আসে এ রকম ইনিংস তার নামই তো মোহাম্মদ আশরাফুল।

সোফিয়া গার্ডেনের কার্ডিফ স্টেডিয়ামে এর আগে ম্যাচ হয়েছে ৪টি। যারা পরে ব্যাট করেছে জয় পেয়েছে তারাই। বাংলাদেশ এই ইতিহাসের ব্যতিক্রম হতে দেয়নি। কার্ডিফের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে এবং পাশাপাশি করেছে আরো বেশি সমৃদ্ধ। এ সবই সম্ভব হয়েছে যার জন্য, সে-ই আশরাফুল। কেননা এ মাঠে ছিল না কোনো সেঞ্চুরি। দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনার হার্শেল গিবসের ৯৩ রান ছিল সর্বোচ্চ । সেঞ্চুরি না থাকার খেদ দূর হয়েছে কার্ডিফের। আশরাফুলের করা ১০০ রানের ইনিংসটি এখন এ মাঠের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। একমাত্র সেঞ্চুরি। ১১ বাউন্ডারিতে সাজানো ইংনিসটি বদলে দিয়েছে আরো অনেক হিসাব-নিকাশ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কোনো বাংলাদেশী ব্যাটসম্যানের করা প্রথম এবং একমাত্র সেঞ্চুরি। সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস তো বটেই।

ক্যাপ্টেন হাবিবুল বাশার সুমনকে নিয়ে আশরাফুল বাংলাদেশের পক্ষে গড়েছেন পার্টনারশিপের রেকর্ড। ৪র্থ উইকেট জুটিতে তারা করেন ১৩০ রান। এর আগের রেকর্ডটি ছিল সানোয়ার এবং সুমনের করা ১১৯ রানের পার্টনারশিপ। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের ইনিংসও হয় এ

দিনে। ২৫০ রানের এক দাপুটে ইনিংস, যা গুঁড়িয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার অহঙ্কার। এর আগের ইনিংসটি ছিল ১৭৮ রানের। ’৯৯-এর বিশ্বকাপে করা সেই ইনিংসটিকে ছাড়িয়ে যেতে লেগেছে এতোদিন। এর আগের ৬টি ম্যাচেই শোচনীয়ভাবে হেরেছে বাংলাদেশ। ৭ম ম্যাচে জয় ছিনিয়ে এনেছে আশরাফুল। পুরো ম্যাচটি এক পর্যায়ে আশরাফুল বনাম অস্ট্রেলিয়া লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল। সেই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত আশরাফুলের জয় হয়েছে। পরাজয় হয়েছে বেপরোয়া অস্ট্রেলিয়ার।

’৯৯-এর বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে ক্রিকেটবিশ্বে একক প্রভাব বিস্তার শুরু করে অস্ট্রেলিয়া। তাদের একচেটিয়া আধিপত্যের সামনে কুপোকাত হতে থাকে যেকোনো দল। এখন পর্যন্ত র‍্যাংকিংয়ে দ্বিতীয় হতে হয়নি তাদের। তাদের হারানো যে কারো জন্য স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া বনাম অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের খেলার কথা চিন্তা করা হয়। সেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লড়েছে একা আশরাফুল। এক বাঘের গর্জনেই বিধ্বস্ত গোটা ক্যাঙ্গারুর দল!

২০ বছর বয়সী আশরাফুল খেলেন ডান হাতে। ব্যাটিং ব্যাকরণের কত শট যে তার জানা আছে তার প্রমাণ এই একটি মাত্র ইনিংস। এই ইনিংসেই তার উইলো থেকে বেরিয়ে এসেছে একের পর এক দৃষ্টিনন্দন শট। নিখুঁত এবং কার্যকরী প্রতিটি শট তাকে দিয়েছে শতরানের তৃপ্তি। ম্যাচ জয়ের আনন্দ। ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। ব্যক্তিগত ৪৬ রানের সময় ডাউন দ্য উইকেটে গিয়ে সীমানার বাইরে বল পাঠিয়ে পূর্ণ করলেন ফিফটি। তখনই তার

আত্মবিশ্বাস এবং সাহসের পরিচয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। এক্সট্রা কাভার, লং অন, লং অফ, শর্ট লেগ, ফাইন লেগ, মিড অন- সব দিকেই খেলেছেন। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি প্রয়োজনে করেছেন চমৎকার সব ডিফেন্স, কোনো দিকে কোনো ঘাটতি নেই। একজন পরিপূর্ণ ব্যাটসম্যান। একজন সত্যিকারের ম্যাচ উইনার। ব্যাকরণের বাইরে গিয়ে একটি শট খুব বেশি খেলেন আশরাফুল। আলতো করে ব্যাট ধরে সুইপ করেন ফাইন লেগ অঞ্চলে। বল চলে যায় উইকেটরক্ষকের পাশ দিয়ে। নিশ্চিত বাউন্ডারি। গ্যাপ বের করে খেলা এই শটটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু ক্রিকেটের মাস্টার ব্যাটসম্যান শচীন টেন্ডুলকারও এ শট খেলেন নিয়মিত।

আশরাফুলের সেরা শটগুলোর মধ্যে হুক এবং স্ট্রেইট ড্রাইভ অন্যতম। শতরানের ম্যাচটিতে হুক করতে গিয়ে ক্যাচ তুলে দিয়েছিলেন। গিলেস্পি ধরতে না পারায় বেঁচে যায় আশরাফুল। এই একটিমাত্র সুযোগ ছাড়া আউট হওয়ার আগে আর কোনো সুযোগই পায়নি অস্ট্রেলিয়া। আশরাফুলকে আউট করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছিল অস্ট্রেলিয়ানরা। কিন্তু জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া বাংলাদেশকে টেনে নিয়ে গেলেন আফতাব-রফিকরা। আশরাফুলের দুর্লভ ইনিংসের জোগানো সাহস ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের মাঝে। তাই তো শেষ ওভারে যখন জয়ের জন্য প্রয়োজন ৭ রান, তখন গিলেস্পির প্রথম বলেই ছক্কা মেরে দিলেন আফতাব শতরান পূর্ণ করেই কার্ডিফের পিচে লুটিয়ে পড়লেন আশরাফুল। হাঁটু গেড়ে বসে চুমু খেলেন। এই একই দৃশ্য দেখা গিয়েছিল চট্টগ্রামের মাটিতে। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সেঞ্চুরির পর। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অ্যান্টিগায় যখন ৪০০ রান করেন লারা, তখন এভাবেই হাঁটু গেড়ে চুমু খেয়েছিলেন। লারাকেই কি অনুকরণ করলেন আশরাফুল। শচীন স্টাইলে ব্যাটিং এবং লারা স্টাইলে লুটিয়ে পড়া। কার প্রতিচ্ছবি আশরাফুলের মাঝে। নাকি দুজনের সমন্বয়ে গড়ে উঠছেন আশরাফুল? সামনের দিনগুলোতে কি নাম্বার ওয়ান র‍্যাংকিং হবে আশরাফুলের? হয়তো আশরাফুলই হবে আগামী দিনের উদাহরণ কিংবা অনুকরণীয়।

ম্যাচ শেষে আশরাফুল পেয়েছেন ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার। এ রকম ইনিংস শেষে এ ঘোষণা খুব সামান্যই মনে হয়। শুধু ম্যাচের নয়, শুধু সেদিনেরও নয়, বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের সেরা ক্রিকেটার এখন আশরাফুল। আগামীতে এই ব্যাপ্তি আরো ছড়িয়ে পড়বে। আশরাফুল আলোয় উদ্ভাসিত হবে বাংলাদেশ, গোটা বিশ্ব। এই স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ এখন অনেক বেশি বাস্তবিক। ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার নিতে গিয়ে কথা বলতে পারেননি আশরাফুল। আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। বারবার শুধু 'থ্যাঙ্কস টু আল্লাহ' বললেন। হোল্ডিংয়ের প্রশ্নে নিজের আবেগের কথা স্বীকারও করলেন। একটি কথা অবশ্য বলেছেন 'ইটস এ গ্রেট ডে'। অবশ্যই এটি মহান দিন। বাঙালি জাতির জন্য এ রকম মহান দিন খুব কমই আসে।

মাতোয়ারা বাংলাদেশ

লিখেছেন **মারুফ রনি**

রাত সাড়ে ১১টা। আবার জেগে উঠলো বাংলাদেশের মানুষ। 'হৈ হৈ রৈ রৈ অস্ট্রেলিয়া গেল কই' কিংবা 'আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ'.... স্লোগানে মুখরিত আকাশ-বাতাস। সবাই আনন্দে আত্মহারা। আহা! এমন আনন্দ কতোদিন দেখিনি। রাতের ঘুম বাদ দিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল সবাই। সারা রাত ধরে সবার কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে একটি শব্দ বারবার- বাংলাদেশ।

গিলেস্পির প্রথম বলে মিডঅনের ওপর দিয়ে আফতাব ছক্কা হাঁকিয়ে স্কোর বোর্ডটাকে নিয়ে গেলেন ২৪৯ রানে। ক্যাঙ্গারুর লম্ফঝম্ফ থামাতে আর মাত্র এক রান দরকার। কিন্তু তার আগেই গর্জে উঠলো বেঙ্গল টাইগাররা। কারণ এর পরের অংশটুকু পন্টিংয়ের জানা না থাকলেও জানা ছিল বাঙালিদের। আর তাই ফিল্ডারদের সবাইকে ৩০ গজের মধ্যে এনে গিলেস্পি দৌড় শুরু করলেও শেষ রান দেখার প্রয়োজন মনে করেনি বাঙালিরা। তার আগেই বিজয় উৎসব করতে রাস্তায় নেমে পড়েছে। রঙ ছিটিয়ে, পটকা ফাটিয়ে মনের আনন্দ আরো বাড়িয়ে তুলেছিলো। তারুণ্যের এ উচ্ছ্বাস সেদিন সারা রাত চলেছে। পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তিও সেদিন তরুণ হয়ে উঠেছিলেন। গত ১৭ জুনের রাতে তারুণ্যের সবচেয়ে বড় মিলন মেলায় পরিণত হয়েছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিএসসি। এই দিন রাত ১২টার দিকে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষ জড়ো হয় 'রাজু ভাস্কর্যের' সামনে। সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গড়ে তুলেছিল আনন্দের প্রকম্পিত আলোড়ন। বিভিন্ন স্থান থেকে কেউ ট্রাকে করে কেউবা মোটরসাইকেলে এসেছিলেন টিএসসিতে। লাল-সবুজ পতাকা হাতে প্রায় ২০০ মোটরসাইকেলের হর্নের তালে তালে মাতোয়ারা ছিল সবাই। গ্রীষ্মের ছুটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও ক্যাম্পাস সরগরম করার লোকের অভাব ছিল না। 'রাজু ভাস্কর্য' ও 'স্বোপার্জিত স্বাধীনতা'য় টাঙিয়ে দেয়া হয় জাতীয় পতাকা।

শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, ঢাকা মহানগরের সব জায়গায় ছিল বিজয় মিছিল। লাল, নীল, বেগুনি রঙ মেখে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বিজয় মিছিল করেছেন ছেলে-বুড়ো সবাই। এ সময় ঘরোয়া বাঙালি নারীও রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। তাদের হাতে ছিল গর্বিত লাল-সবুজ পতাকা। অনেকে বাদ্যযন্ত্র না পেয়ে থালা-বাসনকেই ঢাক-ঢোল বানিয়ে মিছিল করেছেন। অতি রোমান্টিক কেউ কেউ

ট্যাক্সিতে করে অথবা ওভারব্রিজের উপর থেকে পথচারীদের রঙিন করে দিয়েছেন। এ ধরনের বাড়াবাড়িতে কেউই অখুশি হননি, বরং অনেকে রঙ না পেয়ে কষ্টই পেয়েছেন। নিউ ইস্কাটন রোডের গাউসনগর এলাকার মধ্য বয়স্ক এক ব্যক্তি মনের আনন্দ ধরে রাখতে না পেরে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন বিজয় উৎসব দেখার জন্য। ছেলেদের মাতামাতিতে তার বড় হিংসে হচ্ছিল। সামাজিকতার চাপে পিষ্ট ঐ ব্যক্তিকে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই বাসায় ফিরতে হয়েছে। কারণ তিনি আশা করেছিলেন, বিজয় মিছিলে অংশ না নিতে পারলেও কেউ হয়তো তার গায়ে রঙ মারবে। কিন্তু তার সেই আশা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি।

ক্রিকেট ইতিহাসে বিশ্বসেরা অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় চমক উপহার দিয়েছে বাংলাদেশ। আর সেই সুবাদে বাংলাদেশ থেকে ইংল্যান্ডের কার্ডিফের হাজার মাইলের দূরত্ব এক নিমিষেই ঘুচিয়ে দিলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটপাগল দর্শক। বাংলাদেশ যখন জয়ের দ্বারপ্রান্তে তখন ইংল্যান্ডের শীতাচ্ছন্ন আবহাওয়া ডেভ হোয়াটমোরকে ঠান্ডা রাখতে পারেনি। উর্ধ্বাঙ্গ উদোম অবস্থায় ড্রেসিং রুমে বসে খেলা দেখেছেন। জয় নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অবস্থায়ই মেতে উঠলেন আশরাফুল, বাশার, আফতাবদের নিয়ে। সেই সঙ্গে হাজারো ক্রিকেটপ্রেমী বাংলাদেশীও গায়ের জামা খুলে আকাশে উড়িয়েছে।

এই দিন সারা দেশে খণ্ড খণ্ড মিছিল বদলে দিয়েছে বাংলাদেশের গভীর রাতের চিত্র। রাজধানীর অলিগলিসহ সারা দেশে পরিবার-পরিজন নিয়ে রাস্তায় নেমে হাজারো মানুষের উপচে পড়া আনন্দ-উল্লাসের কাছে ম্লান ছিল চাঁদের জৌলুশ। এছাড়া অন্য রকম আনন্দের জোয়ারে ভেসেছে মোহাম্মদ আশরাফুলের বাড়ি। তার বাড়ির আশপাশে জড়ো হতে থাকে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মিছিল। এরপর সবার মাঝে মিষ্টি বিতরণ। অধিনায়ক হাবিবুল বাশারের কুষ্টিয়ায় ভক্তদের উৎসবের আমেজটাই ছিল ভিন্ন। চট্টগ্রামে আফতাব-নাফিসদের ভক্তরাও কম যাননি। তাদের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন আফতাব-নাফিসের আত্মীয়স্বজন। আসকরদীঘির পাড়ে আফতাবের বাসা ও কাজীরদেউড়িতে নাফিসের বাসার সামনে মুহূর্তের মধ্যে জনস্রোত বয়ে যায়।

এসব হৈচৈ আর আনন্দ-চিৎকারে জাগিয়ে তোলা বিজয়ের মাতামাতিতে কোনো রসিক মানুষ তো নয়ই, বরং বেরসিক মানুষও বিরক্ত হননি। এমনকি রাস্তার ট্রাফিক পুলিশ এবং রাতের টহল পুলিশও এ আনন্দে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গেছেন। রাস্তায় পথিকের পাশাপাশি পুলিশের গায়েও রঙ মারা হয়েছে এবং এটা তারা স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের বিজয় উৎসবে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক কাজটি ঘটিয়েছে র‍্যাব। শনিবার রাতে হাজারীবাগ লেদার টেকনোলজি কলেজের ছাত্ররা রঙ খেলা নিয়ে র‍্যাবের পিটুনির শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ ম্যাচ জয়ের পরপরই কলেজের কুদরত-ই-খুদা হলের দুটি ব্লকের ছাত্ররা উৎসবে মেতে ওঠে। হৈ-হুল্লোড় আর রঙ খেলা নিয়ে তারা নেমে পড়ে রাস্তায়। পথচারীদেরও তারা রঙ ছিটিয়ে দেয়। এ সময় র‍্যাবের একটি টহল দল ক্যাম্পাসে ঢুকে ছাত্রদের বেধড়ক পেটাতে থাকে। মুহূর্তেই মাটি হয়ে যায় তাদের আনন্দ। বাংলাদেশের দামাল ছেলেদের বীরত্বে গর্জে ওঠা কিছু ছাত্রকে এভাবেই থামিয়ে দেয়া হয়।

জোর করে কয়েকজনের গর্জন থামিয়ে দেয়া সম্ভব হলেও সম্ভব নয় গোটা জাতির উল্লাস থামানো। বারবার পরাজয়ে হোঁচট খাওয়া বাংলাদেশী ছেলেরা প্রমাণ করেছে, বাঙালি জাতি পরাজয়ের জন্য জন্মায়নি। তাদের শেষ গন্তব্য 'বিজয়'।

ওয়ানডে ইন্টারন্যাশনাল

সেরা দশ আপসেট

আমাদের দৃষ্টিতে নয়। বিশ্বক্রিকেট মিডিয়া যারা শাসন করে, তাদের মতে ওয়ানডে ইতিহাসের সেরা দশ আপসেট নিয়ে

লিখেছেন **হাসান জামান**

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সবসময় জয়ের স্বপ্নই দেখতো। এবার সেটা সত্যি হলো। আমরা জানি, সেদিন ম্যাচের প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা বল আমরাই শাসন করেছি বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। ক্রিকেট মিডিয়ার ধারণা কিন্তু তা নয়। তাদের মতে এটা বৃহত্তম আপসেট। ইতিহাসে যে ম্যাচগুলোকে আপসেট আখ্যা দেয়া হয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে আমাদের বড় পার্থক্য আছে। আমরা জিতেছি রান তাড়া করে। অস্ট্রেলিয়ার মতো বোলিং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রান তাড়া করে জেতাটা সত্যিকার কঠিন কাজ। ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম ১০টি আপসেটের প্রথমেই বাংলাদেশের নাম। আর পুরো তালিকার বাংলাদেশের নাম এসেছে ৪ বার।

১ *বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়াকে হারালো ৫ উইকেটে, ন্যাটওয়েস্ট সিরিজ, ১৮ জুন, ২০০৫*

এদিন দলটা ছিলো সত্যি আলাদা। তাদের ওয়ানডে রেকর্ড খুব খারাপ। এ ম্যাচের আগে ১০৭ ওয়ানডেতে জয় মাত্র ৯টিতে। যার মাঝে জিম্বাবুয়ে ও নন-টেস্ট প্লেয়িং দেশ ছাড়া আছে ভারত ও পাকিস্তান। এদিন আশরাফুলের অসাধারণ সেঞ্চুরি জেতাটা সহজ করে দেয়। অস্ট্রেলিয়ার বিস্ফোরক ব্যাটিং লাইনআপকে ২৪৯ রানে থামিয়ে দেয়। তারপর ম্যাচের ৪ বল বাকি থাকতেই প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় বাংলাদেশ।

২ *কেনিয়া হারালো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৩ রানে। বিশ্বকাপ, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬*

লীগ পর্যায়ে কেনিয়া যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের মোকাবেলা করে, কেউ ভাবেনি ম্যাচে অন্তত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারবে তারা। অথচ তারাই হারিয়ে দিলো ৭৩ রানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলআউট হয়ে যায় মাত্র ৯৩ রানে। রজব আলী ব্রায়ান লারার মূল্যবান উইকেট তুলে নেন প্রথমেই। তারপর দলপতি মরিস ওদুম্বে মিডল অর্ডারকে দুমড়ে দেন। মাত্র দু'জন ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কে পৌঁছতে পেরেছিলো। সে মুহূর্তে পৃথিবীর সেটা আপসেট ছিলো ম্যাচটা।

৩ *ভারত হারালো ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৪৩ রানে। বিশ্বকাপে ফাইনাল, ২৫ জুন, ১৯৮৩*

৯ বছরে মাত্র ১৭ বার জিতেছিলো ভারত। ভাগ্যের সহায়তায় পৌঁছে যায় ফাইনালে। ধ্বংসাত্মক ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারারই কথা না তাদের। প্রথমে ব্যাট করে ভারত অলআউট হয়ে যায় হিসেব অনুযায়ী ১৮৩ রানে। কিন্তু পেস বোলিং, অসাধারণ ফিল্ডিং আর ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের ব্যাটিং ব্যর্থতায় ভারত জেতে ৪৩ রানে। বিশ্বকে

অবাক করে ভারত বিশ্বচ্যাম্পিয়ন।

৪ *জিম্বাবুয়ে হারালো অস্ট্রেলিয়াকে ১৩ রানে। বিশ্বকাপ, ৯ জুন, ১৯৮৩*

বাংলাদেশ জিতল অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। ইংল্যান্ড কোচ ফ্লেচার জানতেন অভিজ্ঞতাটা কেমন। ২২ বছর আগে জিম্বাবুয়ের ওয়ানডে ডেব্যু ম্যাচে তারা হারায় অস্ট্রেলিয়াকে। ম্যাচটা ছিলো ফ্লেচারময়। ব্যাটিং ব্যর্থতা সামলান দ্রুত ৬৯ রান করে। অস্ট্রেলিয়া যখন উইকেট না হারিয়ে ৬১ রানে, ফ্লেচার এসে দ্রুত তুলে নেন ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। ঐতিহাসিক জয়টা তখন সময়ের ব্যাপার।

৫ *বাংলাদেশ হারালো পাকিস্তানকে ৬২ রানে। বিশ্বকাপ, ৩১ মে, ১৯৯৯*

ম্যাচটা পাকিস্তানের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। এর মাঝে তারা দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে গেছে। অবশ্য ম্যাচটা জিতে বোনাস পয়েন্ট অর্জনের সুযোগ ছিলো। বাংলাদেশ তখনও কোনো টেস্ট খেলা দেশের সঙ্গে জেতেনি। দিনটা ছিলো বাংলাদেশের। প্রথমে ব্যাট করে লড়াই করার মতো সংগ্রহ গড়ে তোলে। বোলিং হিরো খালেদ মাহমুদ। প্রয়োজনীয় ৩টি উইকেট তুলে নিয়ে জয়ের পথ সহজ করে দেন।

৬ *কেনিয়া হারালো শ্রীলঙ্কাকে ৫৩ রানে, বিশ্বকাপ, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩*

ম্যাচে শ্রীলঙ্কা নিজেদের ওষুধে কাবু হয়। কেনিয়া লড়াই করার মতো সংগ্রহ গড়ে তোলে। পেসাররা দ্রুত ব্রেক থ্রু এনে দেয়। তারপর স্পিনাররা বাকি কাজ সাড়ে। কলিন্স ওবুয়া ২৪ রানে ৫ উইকেট নিয়ে জাতীয় বীরে পরিণত হন।

৭ *জিম্বাবুয়ে হারালো ইংল্যান্ডকে ৯ রানে। বিশ্বকাপ, ১৮ মার্চ, ১৯৯২*

আরেকটি বিশ্বকাপ এবং আরেকটি মূল্যহীন ম্যাচ। তবুও কেউ ভাবেনি ইংল্যান্ড হারতে পারে। এডো ব্রান্ডেজের বিধ্বংসী সুইং বলে ধসে যায় ইংল্যান্ডের লাইনআপ। সেদিন ব্রান্ডেজ ৪ উইকেট নেন ২১ রানে। লোয়ার অর্ডারের অনেক চেষ্টাও ম্যাচটা বাঁচাতে পারেনি।

৮ *বাংলাদেশ হারালো ভারতকে ১৫ রানে। ২৬ ডিসেম্বর, ২০০৪*

আফতাব আহ্‌মেদের চমৎকার ৬৭ রান। মাশরাফি মূর্তজার সময়োপযোগী ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ লড়াই করার মতো পুঁজি গড়ে তোলে। সেটি ছিলো সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। বোলিংয়ে মাশরাফি দ্রুত ভারতের টপ অর্ডার ধসিয়ে দেন। তারপর শ্রীরাম আর মোহাম্মদ কাইফের প্রাণান্তকর চেষ্টাও ভারতকে ম্যাচ জেতাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ১৫ রান কম থাকতেই ভারতের ইনিংস শেষ হয়।

৯ *কানাডা হারালো বাংলাদেশকে ৬০ রানে। বিশ্বকাপ, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩*

টেস্ট খেলা দেশ হিসেবে কানাডার বিপক্ষে বাংলাদেশ ছিলো পরিষ্কার ফেভারিট। সিমিং কন্ডিশনে ধাতস্থ হতে না পারা বাংলাদেশ হারে তাদের কাছে। সবাই ধরেই নিয়েছিলো বাংলাদেশ জিতবে। হারটা তাই এখনো বিশ্ব ক্রিকেটে বড় আপসেটগুলোর একটি।

১০ *কেনিয়া হারালো ভারতকে ৬৯ রানে। ৬ মার্চ, ১৯৯৮*

রবিন্দু শাহ ইনিংসের শুরুতে করেন মারমুখী ৭০ রান। মরিস ওদুম্বের সঙ্গে হিতেশ মোদির দ্রুত ৫০ রান কেনিয়াকে পৌঁছে দেয় ২৬৫ রানে। তাদের বোলাররা টাইট বোলিং করে যায়। এতেই ফল আসে। ভারত অলআউট হয়ে যায় মাত্র ১৯৬ রানে।